শিশুমন ও কেয়ার কন্টিনিউয়াম

আপনার শিশুটি কি সঠিক সময়ে সাবলম্বী হতে পারছে? অর্থাৎ আট মাসের পর থেকে আস্তে আস্তে সে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, তার দাঁত উঠবে, মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে মাকে চিনবে, দেড় বছরের পর থেকে কথা স্পষ্ট হবে। এইসবগুলো শিশু বিশেষে আগে পরে হয়। কিন্তু যদি দেখেন একটু বেশীই দেরি হচ্ছে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কিংবা ধরুন পরবর্তী সময়ে সে যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে তখন স্কুলের টিচারকে এবং অবশ্যই মা-বাবাকে নজর দিতে হবে যে স্কুলে টিচার যা পড়াচ্ছেন, বোর্ডে যা লিখে দিচ্ছেন, তা ঠিক মতো বাচ্চাটি নিতে পারছে কিনা। যদি না পারে তাহলে বকা ঝকা নয়, বন্ধুর মতো মিশে জানতে হবে কেন সে নিতে পারছে না, প্রয়োজনে ডাক্তারের সাহায্যও নিতে হবে। জন্মগতভাবে স্বাভাবিক এমন শিশুর ক্রমবিকাশ কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলে তাকে ডাক্তারী পরিভাষায় বলে 'সেনসারি প্রসেসিং ডিজঅর্ডার' বা এস.পি.ডি। এর ফলে শিশুর ব্যবহারিক ত্রুটি এবং মানসিক উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হয়। তবে চিন্তার কিছু নেই, এস.পি.ডি-র লক্ষণ যুক্ত বাচ্চাদের বিভিন্ন থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। এমন কথাই শোনা গেল মুম্বাই নিবাসী ড. স্নেহাল দেশপান্ডের কাছে, যিনি দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে এই বিষয়ের ওপর কাজ করে চলেছেন। গত ৬ মে কেয়ার কন্টিনিউয়াম প্রাইভেট লিমিটেড ও দ্য টিচারস সেন্টার এবং মর্ডাণ আকাডেমি অফ কন্টিনিউয়িং এডুকেশন-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক কর্মশালায় ড. স্নেহাল দেশপান্ডে ছাড়াও ড. রিমা মুখোপাধ্যায়, ড. কেয়া উত্তম, ড. সৌম্য পাইক, লিপিকা ভট্টাচার্য, শ্রীতমা চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন। কর্মশালার বিষয় ছিল 'বিহেভিয়ারাল অ্যান্ড ডেভলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার ইন চিলড্রেন-কস অ্যান্ড রেমিডি'। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্কুলের ৮০ জনেরও বেশী টিচার।